পলিসি ব্রিফ

পাসপোর্ট সেবায় সুশাসন: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

৫৫

সেপ্টেম্বর ২০১৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ভূমিকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর সুশাসন সহায়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারবাহিকতায় টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত "সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ-২০১৫" শীর্ষক জরিপে পাসপোর্ট সেবা শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হবার পর এ সেবার মান উন্নয়ন এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে টিআইবি এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পাসপোর্ট সেবায় বিদ্যমান সমস্যা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণে একটি নিবিড় গবেষণার বিষয়টি আলোচিত হয়। এ প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে টিআইবি "পাসপোর্ট সেবায় সুশাসন: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে যা ২০১৭ সালের ২১ আগস্ট প্রকাশ করা হয়। এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি পাসপোর্ট সেবার মান উন্নত, টেকসইকরণ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করছে।

উল্লিখিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পুলিশ ভেরিফিকেশন ব্যবস্থার অপব্যবহার করে নতুন পাসপোর্ট সেবাগ্রহীতাদের ৭৫.৩% এর নিকট হতে অবৈধ অর্থ আদায় অব্যাহত থাকলেও পাসপোর্ট সেবায় অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে (৭৭.৬% থেকে হ্রাস পেয়ে ৫৫.২%)। ২০১৫ সালে খানা জরিপ প্রকাশিত হওয়ার পর ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে এ ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে বলে ধারনা করা যেতে পারে। এতদসত্ত্বে এখনো এ সেবার বিভিন্ন ধাপে বেশ কিছু সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ যেমন: অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ সহজবোধ্য ও ব্যবহার-বান্ধব না হওয়া, আবেদনপত্র সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের বিধান এবং পাসপোর্ট সেবায় পুলিশ ভেরিফিকেশন ব্যবস্থার অপব্যবহার ইত্যাদি সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে অব্যহত রয়েছে। এছাড়া পাসপোর্ট অফিসগুলোর কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেমন: পাসপোর্টের ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় জনবল ঘাটতি, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের ঘাটতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা ও অফিস তদারকিতে ঘাটতি, পাসপোর্ট সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সমন্বয়ের ঘাটতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে পাসপোর্ট অফিসগুলো কাঙ্খিত মানের সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়। বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য টিআইবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচণার জন্য ১২ দফা সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১. পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশনের বিধান বাতিল করতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদের ওপর ভিত্তি করে পাসপোর্ট ইস্যু ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য "বায়োমেট্রিক ডাটা ব্যাংক" তৈরির পাশাপাশি স্মার্ট কার্ড তৈরি ও বিতরণ অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে এবং অপরাধীদের তথ্য সংক্রান্ত "অপরাধী তথ্যভান্ডার" আধুনিক ও যুগোপযোগী করার পাশাপশি এই তথ্য ভান্ডারের সাথে পাসপোর্ট অফিস ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের সংযোগ স্থাপন করতে হবে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (সুরক্ষা সেবা বিভাগ), আইন মন্ত্রণালয় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
২. আবেদনপত্র সত্যায়ন ও প্রত্যয়নের বিধান বাতিল করতে হবে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (সুরক্ষা সেবা বিভাগ) আইন মন্ত্রণালয়
৩. পাসপোর্টের আবেদনপত্র সহজবোধ্য ও অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ আরও ব্যবহার-বান্ধব করতে হবে। পাসপোর্ট ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪. পাসপোর্টের আবেদনপত্র পূরণের নিয়মাবলী এবং সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য নির্দেশিকা ও সর্বাধিক জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও উত্তর আকারে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং আগ্রহী জনগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে। ইউডিসিগুলোতে পাসপোর্ট সেবা সংক্রান্ত প্রচারণা বাড়াতে হবে	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৫. বিদ্যমান পুলিশ প্রতিবেদন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে মাসিক ভিত্তিতে সমন্বয়সভা আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে	পুলিশ বিভাগ (স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৬. আবেদনকারীদের পাসপোর্ট বিতরণে ব্যর্থ হলে তা নির্ধারিত তারিখের পূর্বে যৌক্তিক কারণসহ এসএমএস-এর মাধ্যমে অবহিত করতে হবে	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৭. পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীদের অফিস সময়ে নির্ধারিত পোশাকের ব্যবস্থা এবং পরিচয়পত্র ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৮. পাসপোর্ট অফিস ও এসবি পুলিশের যেসব অসাধু কর্মচারীদের যোগসাজশে দালালচক্র তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখছে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। দালালের সহযোগিতা নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে হবে	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, পুলিশ বিভাগ (স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ),
৯. পাসপোর্ট অফিসের সেবার মান যাচাই ও সেবার মান উন্নতিকল্পে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সেবার মান মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, নাগরিক সংগঠন
১০. সারাদেশে চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাসপোর্ট কার্যালয়গুলোতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের সরবরাহ ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। যেসব এলাকায় পাসপোর্টের চাহিদা বেশি সেসব এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী পাসপোর্ট কার্যালয়ের শাখা অফিস বাড়াতে হবে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (সুরক্ষা সেবা বিভাগ)
১১. পাসপোর্ট আবেদনে প্রি-এনরোলমেন্ট ও বায়ো-এনরোলমেন্টের তথ্যাদি ব্যবহারে জাতীয় পরিচয়পত্রে (স্মার্ট কার্ড) সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহার পর্যায়ক্রমে শুরু করতে হবে	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
১২. পাসপোর্টের মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে দশ বছর করতে হবে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (সুরক্ষা সেবা বিভাগ), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
টেলিফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www. ti-bangladesh.org
www. facebook.com/TIBangladesh